বৃত্তের চারদিক

ফকির ইলিয়াস

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় জুরিদের দায়িত্ব

মার্কিন নাগরিকত্ব নেয়ার পর এটা ছিল আমার তৃতীয় বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের জুরি ডিউটি। জুলাই ০৭ মাসে চিঠি পেয়েছিলাম জুরি ডিউটি করার। ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকায় সে সময়টাতে তা গ্রহণ করতে পারিনি। ফলে পুনরায় আমাকে চিঠি পাঠাবে, তা প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। আবার এলো সেই দায়িত্ব পালনের পালা। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। আমাকে এবার দায়িত্ব পালনে নির্দিষ্ট আদালতে গিয়ে হাজির হতেই হবে। নাগরিক দায়িত্বের এটি একটি অন্যতম কর্মশর্ত।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌছে গেলাম আদালতে। গ্র্যান্ড জুরি রুমে বসে অপেক্ষার পালা। কখন ডাক পড়বে। এর মধ্যে শুরু হলো আমাদের ওরিয়েন্টেশন। প্রায় পাঁচ শতাধিক জুরি বসে আছেন। যাচাই বাছাই করে এর মধ্য থেকে জুরি নির্বাচন করা হবে, বিভিন্ন মামলার শুনানীর জন্য। অবশেষে বিশ জনের একটি গ্রুপের সাথে আমার ডাক পড়লো। মাননীয় জজের আদালতে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো নিরাপত্তা সহকারে। এজলাসে মাননীয় বিচারক বসে আছেন। তাঁর সামনে বসা তিনজন আইনজীবী। একজন বাদী পক্ষের। দু'জন বিবাদী পক্ষের।

মাননীয় বিচারক মামলার সামান্য ভূমিকা বললেন। মামলাটি একটি হাসপাতাল এবং একজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে। বাদী তার আর্জিতে বলেছেন, তিনি ঐ হাসপাতালের একজন রোগী ছিলেন। ঐ নির্দিষ্ট ডাক্তার তার চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু ডাক্তারের অবহেলার কারণে রোগীকে প্রয়োজনীয় সময়ের আগেই ডিসচার্জ করা হয়। হাসপাতাল এবং ডাক্তারের গাফিলতির কারনে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এরপর মাননীয় বিচারক জুরিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাদী, ডাক্তার, কিংবা ঐ হাসপাতালটি কারো পরিচিত কিনা। কিংবা কেউ এসব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কিনা। সবাই না সূচক জবাব দেয়ার পর, মাননীয় বিচারক বললেন, মামলাটির শুনানী তিন-চার সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। এ সময় পর্যন্ত উপস্থিতথাকতে কারো অসুবিধা আছে কিনা। এ পর্যায়ে পাঁচজন জুরি বাদ পড়ে গেলেন। বাকী থাকলাম আমরা পনেরো জন।

বেলা তখন প্রায় সোয়া একটা। মাননীয় বিচারক জানালেন, মধ্যাহ্নভোজের জন্য আদালত এক ঘন্টা মুলতবী থাকবে। তারপর আবার ব্যস্ত হবে কার্য্যক্রম। বিচারক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। জুরিরা যেন এই মামলা বিষয়ে কারো সাথে, কিংবা পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ, মতবিনিময় না করেন।

লাঞ্চ সেরে আমরা আবার আদালত কক্ষে হাজির হলাম। পনেরো জনের সবাই একে একে বায়োডাটা তথ্যমূলক কোশ্চেন পেপার'টি জমা দিলেন। এর মধ্যে থেকে বারোজনকে লটারীর মাধ্যমে নাম ডেকে জুরি বক্সের চেয়ারে নিয়ে বসানো হলো। এর মধ্যে থেকে তিনজন প্রথমেই বাদ পড়ে গেলেন ভাষাগত সমস্যার কারণে। তারা মাননীয় বিচারকের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবই দিতে পারছিলেন না।

একে একে আমরা বাকী তিনজন আসন গ্রহন করলাম। সর্বশেষ ব্যক্তিটি ছিলাম আমি।

তাই মাননীয় বিচারক খুব তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো আমাকে। বিচারক বললেন, এখন তিনজন আইনজীবী তাদের পরিচয় দিয়ে মামলার পক্ষে বিপক্ষে বলবেন। তারা একে একে তাদের বক্তব্য দিলেন। বাদী পক্ষের আইনজীবী মামলার মানবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন। তার বক্তব্য শেষ হবার পর তিনি বললেন, কোন প্রশ্ন আছে কিনা! আমি একটি প্রশ্ন করার অনুমতি প্রার্থনা দিলাম। জিজ্ঞাসা করে করলাম 'বাদী এখন কেমন আছেন', আমার প্রশ্নটি শুনেই তাৎক্ষণিক রুলিং দিলেন মাননীয় বিচারক। বললেন, তা শোনার সময় এখনো তোমার আসেনি ইয়াংম্যান। আমি সবিনয়ে বললাম, আমাকে ক্ষমা করবেন জনাব।

বুঝতে পারলাম বিষয়টি আমাকে মানবিকভাবে আক্রান্ত করেছে তা ভেবেই বিচারক রুলিং দিয়েছেন। আমি খামোশ হয়ে গেলাম। কিন্তু বুঝলাম বিবাদী পক্ষের দু'জন আইনজীবী আমার উপর খুব খুশী নয়।

একে একে বারোজন জুরি বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। তারপর বিচারক বললেন, আপনারা রুমের বাইরে গিয়ে দশমিনিট অপেক্ষা করুন। আমরা ইতিমধ্যে জুরি নির্বাচন করবো। এবং তারপরই আপনাদেরকে রুমে ডাকবো। তিনজন আইনজীবী এবং মাননীয় বিচারক দশ মিনিট পরই আমাদেরকে আবার ডাকলেন আদালত কক্ষে। বলা হলো যাদের নাম ডাকা হবে, তারা নির্বাচিত হয়েছেন। আর যাদের নাম ডাকা হবে না তারা এই জুরি দায়িত্ব থেকে এই মামলার জন্য বাদ পড়েছেন। না, আমার নাম ডাকা হলো না। বুঝলাম বাদ পড়ে গেছে। আইনজীবীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিচারক মহোদয়কে কৃতজ্ঞতার সাথে বললাম, 'থ্যাংক ইউ ইওর অনার।' জজ মুচকি হেসে বিদায় জানালেন আমাকে।

আবার সেন্ট্রাল জুরি অফিস কক্ষে এসে রিপোর্ট করলাম। বসে আবারো অপেক্ষার পালা। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমাকে জানানো হলো আমাকে এবারের মতো জুরি ডিউটি থেকে অব্যাহত দেয়া হচ্ছে। আগামী ছয় বছর আমাকে আর ডাকা হবে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে এলাম আদালত প্রাঙ্গন থেকে। এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আমি আইনজীবীগণ কর্তৃক মনোনয়নে বাদপড়লাম জুরির দায়িত্ব পালন থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় 'জুরি'হচ্ছেন জনগনের বিবেকের প্রতীক। আমাদের অরিয়েন্টেশনের সময় একজন প্রবীণ বিচারক তার ভাষণে সে কথাটি আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিচারক বলেছিলেন আপনারা বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থেকে সত্য কথা বলবেন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। আদালত কক্ষে ঢুকেই আমাদেরকে ডান হাত উঁচিয়ে বলতে হয়েছিল- 'যাহা বলিব সত্য বলিব।'

প্রত্যেক জুরির বায়োডাটা মূলক যে প্রশ্নপত্র থাকে-তাতে কয়েকটি জরুরী প্রশ্ন থাকে। এর অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছে-'আপনার ঘনিষ্ঠজন কেউ ডাক্তার, আইনজীবী কিংবা ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা কিনা?'

এ ধরনের মামলার সাথে আপনি পরিচিত কিনা?' যেভাবেই হোক এসব প্রশ্নগুলোর 'হ্যাঁ' সূচক জবাব আমাকে দিতে হয়েছিল। ফলে আমাকে জুরি হিসেবে নির্বাচন না করার সম্ভাবনাই ছিল বেশী।

জুরিদেরকে প্রতিদিনের জন্য চল্লিশ ডলার সম্মানী দেয়া হয়। যদি কেউ দশজনের অধিক চাকুরীজীবী আছেন, এমন কোন কোম্পানীতে কাজ করেন তবে ঐ কোম্পানীকেই সে ব্যক্তির বেতনভাতা প্রদান করার আইন রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক।

রাষ্ট্রীয় আইনে জনগন যে সরাসরি তাদের মত প্রকাশ এবং ভূমিকা রাখছেন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র তা নিশ্চিত করেছে। যে কারণে জুরি ডিউটি পালন এর অবহেলাকে অপরাধমূলক বলে বিবেচনা করা হয়। এ বারের একদিন জুরি ডিউটি করে আসার পর নানা ভাবনাই আমাকে আচ্ছন্ন করেছে গভীরভাবে। আভ্যন্তরিন অপরাধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসন যেব=ভাবে জুরিদের মতামত নিয়ে থাকে, ধ্বংশাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও যদি সেভাবে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হতো তবে বিশ্বের যুদ্ধবাজী হয়তো অনেকটাই কমে যেতো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। ভেবে অবাক হই। যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষ সমস্বরে বলছেন, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাই। কিন্তু বুশ প্রশাসন তা শুনছে না কেন?